দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 13 NOV 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

200

শিক্ষাঙ্গন

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে সেসন জট

দেশের অন্যান্য সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মত কারিগরি ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষায়তন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ও সেসন জটের মত মারাত্মক সমস্যায় জর্জরিত। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যলয়ের সেসন জট দূরীকরণে যেখানে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চলছে, সেখানে এ বিশ্ববিদ্যালয় এ ব্যাপারে নির্বিকার ও চরম উদাসিনতার ভূমিকা পালন করছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া ছাত্র-ছাত্রীকে ক্লাস শুরুর জন্য পুরো একটি বছর অপেক্ষা করতে হয়, যা বর্তমান চাকুরী সংকটের প্রেক্ষাপটে মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। মেডিকেল কলেজসহ দেশের অনেক উচ্চতর শিক্ষায়তনে সেসন জট নেই। অথচ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এই সমস্যা সমাধানে প্রচুর সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও কোন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না।

পত্র-পত্রিকায় এ ব্যাপারে বেশ লেখা-লেখির পরেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নানা অজুহাতে এ সমস্যা দূরীকরণের প্রচেষ্টা থেকে বিরত। এ বছর ১৯৮৬-৮৭ সেসনের ছাত্র হিসেবে আমরা যখন ভর্তি হই তখন শোনা গিয়েছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবার আমাদের পূর্ববর্তী ব্যাচের ১ম পর্ব পরীক্ষা হওয়ার পর আমাদের ক্লাস শুরু করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। জানিনা, কোন্ অজ্ঞাত কারণে তখনকার এ সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত হলো না। উক্ত সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত হলে আমাদের আগের ব্যাচেরও কোন ক্ষতি হতো না।

পক্ষান্তরে আমাদের সেসনও কমপক্ষে ৬ মাস এগিয়ে যেত। যাক, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও [redacted] মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের [redacted] আবেদন, এই সেসন জট দূর [redacted] ব্যাপারে সত্বর প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিবেন।

—মোঃ মাহবুব আলম খোকন